Sanatan Dharma

দেবী সরস্বতী

ঋগ্বেদে পাহাড় , পর্বত , নদ - নদী , সাগর এমনকি নৈর্ব্যক্তিক ও নৈর্বাস্তবিক গুণাবলীতে ব্যক্তিরূপ আরোপ করে স্তুতি করার ব্যবস্থা ছিল । পৃথিবী ও স্বর্গের সকল বিস্তীর্ণ প্রদেশে যিনি নিজের দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেছেন , সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দুকদের থেকে আমাদের রক্ষা করেন । ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্ত অবয়ব পথ শ্রেণীর সমৃদ্ধিকারিণী সরস্বতী দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের রক্ষাযোগ্য হন ।

অনেকে মনে করেন , ঋগ্বেদে সরস্বতীর নদী হিসেবে যে বন্দনা করা হয়েছে , সে সরস্বতী সত্য সত্যই স্থূল জগতের কোনো নদী নয় । এর একটি গভীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে । গঙ্গার মতো সরস্বতীও দেহের বিশেষ একটি নাড়ির প্রতীক হিসেবে কাজ করে । সেই নাড়ির নাম সুষুম্না । এই নদী হল জ্ঞানের নদী । এই জ্ঞান তটিনীই ষটচক্র ভেদ করে অগ্রসর হয় । অনেকে সরস্বতীকে আকাশের ছায়াপথ বলেও মনে করেন । কিন্তু এ সরস্বতী শুধু আকাশের ছায়াপথ নন । অন্তরে তিনি চিৎ চৈতন্য - নদী যা বাইরে প্রকাশিত হয়েছে অন্যান্য ধর্মেও এই জন্য পবিত্র কিছু নদীর উল্লেখ দেখা যায় , যেমন জর্ডন নদী । ইড়া নাড়িকে ননী দ্বারা প্রতিভাত করা হয়েছে । এই ননীকে বামনকী অর্থাৎ চন্দ্রের স্রোতপ্রবাহিনী নাড়িও বলা হয়। ঋগ্বেদে অনেক সময় এই দক্ষিণ সরস্বতীর এই মহাবৈশ্বিক চরিত্র তাঁকে আর্য মানসে মহান স্থান অর্পণ করেছে । ঋগ্বেদের আর এক দেবী 'বাক' এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত হয়ে গেছেন । বাক্ হলেন বাক্যের দেবী । সেই দেবী হিসেবে সরস্বতী বাকদেবী হিসেবেও পরিচিতি বাক্ হল মহাশূন্য। প্রথম বিস্ফোরণজাত ধ্বনি ।

এই সরস্বতীকে পুরাণ কাহিনীতে ব্রহ্মার শক্তি বা স্ত্রী হিসেবেও দেখানো হয়েছে ।

এইসব নানা পটভূমিতে সরস্বতী ভাস্কর্যশিল্পে নানা রূপ ফুটে উঠেছে । একসময় সরস্বতী প্রাচুর্য ও প্রতিপালিকা শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন । এখন তিনি বিদ্যার দেবী । তাঁর যথার্থ উৎস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও অস্পষ্ট ।
সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। বেদে সরস্বতী প্রধানত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞের আগুন জ্বেলে লাভ করেছিলেন বেদ, ঋগমন্ত্র। ফলে সরস্বতী জ্ঞানের দেবী হিসেবেই পরিচিতি হয়েছিলেন। দিনে দিনে সরস্বতী তার অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে কেবল বিদ্যাদেবী অর্থাৎ জ্ঞানের দেবীতে পরিণত হলেন। পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সূর্যকেও শুভ্র হংস হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। দেবীতমের অর্থ হল দেবীশ্রেষ্ঠা, অম্বিতমের অর্থ মাতৃশ্রেষ্ঠা এবং নদীতমের অর্থ হল নদীশ্রেষ্ঠা। এদিক থেকেও সরস্বতীর মহিমা ত্রিবিধ- তিনি দেবী। তিনি মা। তিনি নদীরূপা। নারদী, কুর্ম, দেবী প্রভৃতি পুরাণে এবং কুলার্ণব ও সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রে সরস্বতী দেবীকে শিব-দুর্গার কন্যা বলে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে নির্গত দেবী বলা হয়েছে।

বাগ্বাদিনী ||

Published on: Feb, 05 2023 08:45

ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্ৰতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে ।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্ৰীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নমঃ ।।
দেবীর কপালে তরুণশশিকলা বিরাজিত আছে, শুভ্রবর্ণা, কুচভারে শরীর নম্র হইয়াছে, শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, অন্তরে লেখনী ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন।এইরূপে সকল বিভবসিদ্ধি প্রদায়িনী বাগদেবীকে প্রণাম!

Published on: Feb, 05 2023 08:45